



যমুনার ভাঙনে নঃস্ব সরিাজগঞ্জেরে চরবাসী, অস্থায়ী পরতিরোধে মলিছে না সমাধান

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 14 August 2026, 11:04 PM | বিভাগ: সারাদশে



সরিাজগঞ্জেরে শাহজাদপুর উপজলোর সোনাতনী ইউনয়িনরে কুরসিও ধীতপুরসহ যমুনার চরাঞ্চলে ভয়াবহ নদীভাঙন দখো দয়িছে। বর্ষা মৌসুমে ভাঙনেরে তীব্রতা বড়ে যাওয়ায় প্রতদিনই বলীন হচ্ছে বসতভটি, ফসলজিমিও বিভিন্ন স্থাপনা। গত দুই সপ্তাহে কুরসিও ধীতপুর গ্রামরে দুই শতাধিক ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বলীন হয়ছে বলে দাবি কিরছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দরে দাবি, গত তনি মাসে আশপাশরে শ্রীপুর, বারপাখিয়া, গালা ইউনয়িনরে মোহনপুর ও হাতকোড়া এলাকাসহ প্রায় দুই হাজার বঘি আবাদজিমিও বিভিন্ন স্থাপনা যমুনায় বলীন হয়ে গেছে।

ভটিমোটি হারিয়ে অনেকে পরবার এখন পলথিনিরে ছাউনিকিংবা জরাজীর্ণ ঘরে মানবতের জীবনযাপন করছে। স্থায়ী তীররক্ষা প্রকল্প না থাকায় ভাঙনকবলতি এলাকার মানুষের মধ্যে ক্রোধ বাড়ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাঙনরোধে এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কোনো স্থায়ী তীররক্ষা প্রকল্প নেই। জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসীর অনুরোধে পাউবো মাঝমেধ্যে জিওটেক্সটাইল বসতায় বালু ভরে ডাম্পিংসহ অস্থায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়। তবে যমুনার তীব্র স্রোতের কাছ এসব উদ্যোগ বেশেদিনি টকিছে না।

বৃহস্পতিবার কুরসবিজার এলাকায় নদীভাঙনকবলতি পাড়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন কৃষিগ্ৰস্তরা। এ সময় তারা দ্রুত স্থায়ী তীররক্ষা প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানান।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, অন্তত ১০ থেকে ১২টি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বাঁশের চটকা তৈরি করে বালুভর্তি জিওটেক্সটাইল বসতা ডাম্পিং করা হলে ভাঙন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতে পারে।

ধীতপুর গ্রামের আছিয়া খাতুন বলেন, “বাড়ি নদীতে চলে গেছে। শূন্য ভটিয় পলথিনি টানিয়ে আছি বৃষ্টি এলে সব ভজি যায়। ছলে-মেয়ে নিয়ে কোথায় যাব, জানিনা।”

আমনো খাতুন নামে আরকে নারী শশিকন্যাকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন একটি প্রতিযুক্ত জরাজীর্ণ ঘরে। পচে যাওয়া বড়ো ও নুয়ে পড়া চালের নচিই কাটছে তাঁর দিন।

তনি বলেন, “যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সরকারি এক কজেচাল পয়ে কোনোভাবে দিন চলছে।”

এ বিষয়ে শাহজাদপুর উপজলো নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাবরনি শারমনি বলেন, “ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কৃষিগ্ৰস্তদের চাল ও শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুনর্বাসনের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।”

সরিজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলছুর রহমান বলেন, “সোনাতনী চরাঞ্চল হওয়ায় এখানে বর্তমানে কোনো তীররক্ষা প্রকল্প নেই। স্থানীয়দের অনুরোধে অস্থায়ীভাবে ভাঙনরোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “ওই অঞ্চলে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পরিকল্পনায় রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হলে চরবাসীর দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে।”

তবে স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘময়োদিও স্থায়ী তীররক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে প্রতবিছর বর্ষা মৌসুমে নতুন করে ভটিমোটিও ফসলজিমি হারানোর ঝুঁকি থেকেই যাবে। দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে নদীভাঙনকবলতি পরিবারগুলোর বসতভটি, কৃষজিমিও জীবন-জীবিকা রক্ষার দাবি জানিয়েছেন তারা।

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।

এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।